নারী ও মেয়েদের মানবাধিকার
পর্যবেক্ষণ
সংখ্যা ৩ । আগস্ট ২০২০

ইউরোপীয় ইউনিয়নের EIDHR কর্মসূচির অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন 'বাংলাদেশে নারী ও মেয়েদের অধিকার সুরক্ষাকারীদের সহায়তা প্রদান' প্রকল্পের অধীনে প্রকাশিত একটি নিউজলেটার

নারীর অধিকার নিশ্চিত করার দাবিতে ৮ মার্চ ২০২০ রাজধানীতে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন —নিউজ নেটওয়ার্ক

'মেয়েদের জন্য বিশ্ব এখনো সহিংস ও বৈষম্যমূলক'

ইউনিসেফ, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল ও ইউএন উইমেন বলছে, শিক্ষায় অগ্রগতি সত্ত্বেও বিশ্ব এখনো মেয়েদের জন্য সহিংস ও অত্যন্ত বৈষম্যমূলক। ৪ মার্চ ২০২০ প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এ তথ্য দিয়ে সংস্থা তিনটি বলেছে, আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় বর্তমানে অনেক বেশিসংখ্যক মেয়েশিশু স্কুলে যাচ্ছে এবং পড়াশোনা করছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য এ অর্জন থাকলেও তা মেয়েদের জন্য আরো সমতাভিত্তিক ও কম সহিংস পরিবেশ তৈরিতে সামান্যই ভূমিকা রেখেছে।

নারীর অবস্থাবিষয়ক জাতিসংঘ কমিশনের ৬৪তম অধিবেশনের আগে প্রকাশিত 'মেয়েদের জন্য একটি নতুন যুগ : ২৫ বছরের অগ্রগতির খতিয়ান' শীর্ষক ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, গত দুই দশকে বিশ্বব্যাপী স্কুলের বাইরে থাকা মেয়েদের সংখ্যা কমে ৭ কোটি ৯০ লাখে নেমে এসেছে। প্রকৃতপক্ষে এ সময়ে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ছেলেদের তুলনায় মেয়েরাই বেশি আগ্রহী ছিল। তা সত্ত্বেও নারী ও মেয়েদের বিরুদ্ধে সহিংসতা এখনো নিয়মিত ঘটনা।

বৈশ্বিক এই প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয় জেনারেশন ইক্যুয়ালিটি প্রচারাভিযানের প্রেক্ষাপটে এবং নারী ও মেয়েশিশুদের অধিকার আদায়ে ঐতিহাসিক নীলনকশা হিসেবে পরিচিত বেইজিং ডিক্লারেশন অ্যান্ড প্লাটফর্ম ফর অ্যাকশনের ২৫তম বার্ষিকী উপলক্ষে।

প্রতিবেদনে উদাহরণস্বরূপ বলা হয়, ২০১৬ সালে বিশ্বব্যাপী পাচারের শিকার ব্যক্তিদের মধ্যে যাদের শনাক্ত করা গেছে, তাদের ৭০ শতাংশই ছিল নারী এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যৌন শোষণের কারণে তারা পাচারের শিকার হয়। বিশ্বব্যাপী ১৫-১৯ বছর বয়সী প্রতি ২০ জন মেয়ের মধ্যে একজন বা প্রায় ১ কোটি ৩০ লাখ মেয়ে তাদের জীবনে ধর্ষণের শিকার হয়েছে, যা নারী ও মেয়েশিশুরা যত ধরনের যৌন নির্যাতনের শিকার হয়, তার মধ্যে সবচেয়ে সহিংস রূপগুলোর একটি।

ইউনিসেফ, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল ও ইউএন উইমেন বলেছে, শিক্ষা, পুষ্টি, শিশু ও মাতৃমৃত্যুর ক্ষেত্রে অগ্রগতি সত্ত্বেও বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশও এ নেতিবাচক প্রবণতা প্রত্যক্ষ করেছে। মাল্টিপল ইন্ডিকেটর ক্লাস্টার সার্ভে (এমআইসিএস) ২০১৯ অনুসারে, দেশে ১৫-১৯ বছর বয়সী কিশোরীদের ৩৭ শতাংশ সন্ধ্যার পর একা চলাফেরায় নিরাপদ বোধ করে না। ২০-২৪ বছর বয়সী নারীদের অর্ধেকের বেশির ভাগের বিয়ে হয় তাদের বয়স ১৮ বছর হওয়ার আগেই। আর প্রায় ২৪ শতাংশ নারী অপরিণত বয়সে সন্তানের জন্ম দিচ্ছে।

তবে এমআইসিএসের এসব পরিসংখ্যান সত্ত্বেও সহিংসতা বন্ধে বাংলাদেশ সরকারের অঙ্গীকারকে ইউনিসেফ স্বাগত জানায়।

●●●
এই প্রকাশনার বিষয়বস্তুর সম্পূর্ণ দায় নিউজ নেটওয়ার্কের এবং তা কোনোভাবেই ইউরোপীয় ইউনিয়নের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন নয়

করোনাকালেও পারিবারিক সহিংসতার শিকার নারী ৩
বিচারপ্রার্থীদের দুর্ভোগ কমিয়েছে ভার্চুয়াল আদালত ৫
প্রজনন স্বাস্থ্য : এখনো সচেতন নয় নারীরা ১১

NEWS NETWORK
working for social change and empowering people

ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে পরিচালিত একটি প্রকল্প । প্রকল্প বাস্তবায়নে নিউজ নেটওয়ার্ক ও উদয়াঙ্কুর সেবা সংস্থা

সম্পাদকীয়

জাতিসংঘের নারীবিষয়ক সংস্থা ইউনাইটেড নেশন উইমেনের (ইউএন উইমেন) নির্বাহী পরিচালক পুমজিলে ম্লামবো উকা ২৪ জুলাই ২০২০ মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনবিসিকে বলেন, “কোভিড-১৯ ও লকডাউন গোটা বিশ্বে নারীকে মারাত্মক এক সংকটে ঠেলে দিয়েছে। চাকরি হারিয়ে তারা একটি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। লকডাউনের মধ্যে নারীর প্রতি সহিংসতার ‘ছায়া মহামারি’ তৈরি হয়েছে।” জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসও এক টুইটে (৬ এপ্রিল ২০২০) বলেছেন, নারীরা ঘরে সবচেয়ে নিরাপদ ও চাপমুক্ত থাকার কথা; কিন্তু কোভিড-১৯-এর কারণে লকডাউনের মধ্যে বহু নারী ঘরেই সহিংসতার শিকার হচ্ছেন।

বৈশ্বিক এ বাস্তবতার বাইরে নয় বাংলাদেশ। এখানেও লকডাউন চলাকালে বিপুলসংখ্যক নারী ও শিশু সহিংসতার শিকার হয়। বেসরকারি সংস্থা মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন বলছে, চলতি বছরের এপ্রিলে দেশের ২৭ জেলায় ৪,৭০৫ নারী ও শিশু পারিবারিক সহিংসতার শিকার হয়। মে মাসে ৫৩ জেলায় সহিংসতার শিকার হয় ১৩,৪৯৪ নারী ও শিশু। জুনে এ সংখ্যা ছিল ১২,৭৪০ জন। মানবাধিকার সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্র বলছে, জানুয়ারি থেকে জুলাই ২০২০ সময়ে দেশে পারিবারিক সহিংসতার শিকার হয়েছেন ৩৩৪ জন নারী। এর মধ্যে স্বামীর হাতে খুন হয়েছেন ১৩৯ জন। কয়েকটি জাতীয় দৈনিক পর্যালোচনা করে মাসিক ই-বুলেটিনে সংস্থাটি এ তথ্য জানায়। আসলে কোভিড-১৯ মহামারি গোটা বিশ্বকে কঠিন এক সংকটে ঠেলে দিয়েছে। অর্থনৈতিক এই সংকটের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মানবাধিকার রক্ষার সংকট। ঘরবন্দি মানুষ মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। তাই মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটছে অহরহ।

এ বাস্তবতার মধ্যেই ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহায়তায় ‘বাংলাদেশে নারী ও মেয়েদের অধিকার সুরক্ষাকারীদের সহায়তা প্রদান’ নামে তিন বছর মেয়াদি একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে নিউজ নেটওয়ার্ক ও উদয়াঙ্কুর সেবা সংস্থা (ইউএসএস)। ২০১৮ সালের জানুয়ারি থেকে প্রকল্পটি রংপুর এবং ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী সাতক্ষীরা, যশোর, রাজশাহী, নীলফামারী, দিনাজপুর, লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রামে বাস্তবায়ন হচ্ছে। বাংলাদেশে নারী ও মেয়েদের অধিকার সুরক্ষাকারী এবং মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের সহায়তা প্রদানই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও সোস্যাল মিডিয়ায় কর্মরত সাংবাদিক (সম্পাদক, নির্বাহী সম্পাদক, বার্তা সম্পাদক, সহ-সম্পাদক ও প্রতিবেদক); সাংবাদিকতা পেশা গ্রহণে আগ্রহী নারী ও সৃজনশীল নারী সাংবাদিক; সুশীল ও নাগরিক সমাজের নেতৃবৃন্দ; ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ এবং নির্যাতন বা সহিংসতার শিকার মানবাধিকার কর্মীরা প্রকল্পের উপকারভোগী। নারী ও মেয়েদের অধিকার সুরক্ষায় ব্যবস্থা গ্রহণে তাদের সক্ষম করে তোলাই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

শহীদুজ্জামান
সম্পাদক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
নিউজ নেটওয়ার্ক

❝ কোভিড-১৯ মহামারি গোটা বিশ্বকে কঠিন এক সংকটে ঠেলে দিয়েছে। অর্থনৈতিক এ সংকটের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মানবাধিকার রক্ষার সংকট। ঘরবন্দি মানুষ মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। তাই মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটছে অহরহ

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে ১০ ডিসেম্বর ২০১৯ রাজধানীতে মানববন্ধন করে বিভিন্ন সংগঠন –নিউজ নেটওয়ার্ক

করোনাকালেও পারিবারিক সহিংসতার শিকার নারী

কোভিড-১৯ বিশ্বকে ঠেলে দিয়েছে নতুন এক সংকটে। লকডাউনে স্থবির অনেক দেশ। আবার সংক্রমণ কমে আসায় স্বাভাবিক হচ্ছে অনেক দেশের পরিস্থিতি। সব মিলিয়ে জনজীবনে বিরাট ছন্দপতন। মানসিকভাবে বিপর্যস্ত কোটি কোটি মানুষ। আর এমন পরিস্থিতিতে বেড়ে গেছে পারিবারিক কলহ ও নারী নির্যাতনের ঘটনা।

জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস ৬ এপ্রিল ২০২০ এক টুইটে বলেন, ‘যুদ্ধ না থাকা মানে শান্তি নয়। ঘরে নারীরা সবচেয়ে নিরাপদ ও চাপমুক্ত থাকার কথা; কিন্তু কোভিড-১৯-এর জন্য লকডাউনের মধ্যে বহু নারী ঘরেই সহিংসতার শিকার। তাই ঘরের পরিবেশ শান্তিপূর্ণ রাখতে সবার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। মহামারি মোকাবেলার পাশাপাশি সব সরকার যেন নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।’

একই রকম কথা বলেন জাতিসংঘের নারীবিষয়ক সংস্থা ইউনাইটেড নেশন উইমেনের (ইউএন উইমেন) নির্বাহী পরিচালক পুমজিলে ম্লামবো উকা। ২৪ জুলাই ২০২০ মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনবিসিকে তিনি বলেন, “কোভিড-১৯ গোটা বিশ্বে নারীকে মারাত্মক এক সংকটে ঠেলে দিয়েছে। চাকরি হারিয়ে তারা একটি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। তাছাড়া লকডাউনের মধ্যে নারীর প্রতি সহিংসতার ‘ছায়া মহামারি’ তৈরি হয়েছে।”

পুমজিলে বলেন, ‘সব মহামারিরই লৈঙ্গিক কিছু প্রভাব রয়েছে। করোনা মহামারির মধ্যে বিপুলসংখ্যক নারী কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছেন। সংক্রমণ থেকে বাঁচতে তারা ঘরবন্দি এবং অনেক ক্ষেত্রে নির্যাতনকারীর সঙ্গেই তাদের থাকতে হচ্ছে।’ এ পরিস্থিতি থেকে নারীকে রক্ষা করা বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

করোনা সংক্রমণ এড়াতে বাংলাদেশের মানুষও লম্বা সময় লকডাউনে কাটিয়েছে। বেসরকারি সংস্থা ‘মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন’ বলছে, দেশে লকডাউনের সময়ও নারীরা বাসাবাড়িতে সহিংসতার শিকার হয়েছে। এ সহিংসতা থেকে শিশুরাও বাদ যায়নি। সংস্থাটি বলছে, চলতি বছরের (২০২০) এপ্রিলে দেশের ২৭ জেলায় ৪,২৪৯ নারী ও ৪৫৬ শিশু পারিবারিক সহিংসতার শিকার হয়। ১৭,২০৩ জন নারী ও শিশুর ওপর জরিপ চালিয়ে (মোবাইল ফোনে) এ তথ্য প্রকাশ করে সংস্থাটি।

করোনার কারণে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দেশে নারী ও শিশুরা কেমন আছে তা জানতে সংস্থাটি পরের মাস অর্থাৎ মে মাসে আরেকটি জরিপ চালায়। এ মাসে ৫৩,৩৪০ জন নারী ও শিশুর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলে ‘মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন’ জানায়, উল্লিখিত সময়ে দেশের ৫৩ জেলায় মোট ১৩,৪৯৪ নারী ও শিশু সহিংসতার শিকার হয়। এর মধ্যে ৪,১৬০ জন নারী ও শিশু জানায় তারা আগে কখনো সহিংসতার শিকার হয়নি। জরিপে অংশগ্রহণকারী ৯৭.৪ শতাংশ নারী পারিবারিক সহিংসতার শিকার হয় বলে জানায়।

পরের মাস অর্থাৎ জুনেও একই ধরনের আরেকটি জরিপ প্রতিবেদন প্রকাশ করে ‘মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন’। জুনে দেশের ৫৩ জেলার ৫৭,৭০৪ নারী ও শিশুর সঙ্গে কথা বলে সংস্থাটি জানায়, এ সময়ে দেশে মোট ১২,৭৪০ নারী ও শিশু সহিংসতার শিকার হয়েছে। এর মধ্যে ৩,৩৩২ জন নারী ও শিশু আগে কখনো সহিংসতার শিকার হয়নি।

এসব জরিপ প্রতিবেদন ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে প্রকাশ করা হয়। একটি সংবাদ সম্মেলনে ‘মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের’ নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম বলেন, গোটা বিশ্বে লকডাউনের সময়ে নারী নির্যাতন বেড়েছে। বাংলাদেশ তার বাইরে নয়। আর এখানে স্বাভাবিক অবস্থায়ও নারীর প্রতি সহিংসতা বেশি।

করোনা মহামারির মধ্যে নারী ও কন্যাশিশুর ওপর সহিংসতার চিত্র ফুটে উঠেছে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের প্রতিবেদনেও। ১৩টি দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত এ-সংক্রান্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে সংগঠনটি জানায়, মার্চ থেকে জুন (২০২০) চার মাসে দেশে ৪৫৭ নারী ও ৩৩১ কন্যাশিশু

জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস

ইউনাইটেড নেশন উইমেনের নির্বাহী পরিচালক পুমজিলে ম্লামবো উকা

সহিংসতার শিকার হয়েছে। এর মধ্যে ধর্ষণের শিকার ৩০৭ জন ও গণধর্ষণের শিকার হয়েছে ৫১ জন। আর ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে ১৫ জনকে।

১৫ জুলাই ২০২০ এক ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু এ তথ্য তুলে ধরেন। তিনি জানান, নভেল করোনাভাইরাস সংকটের মধ্যেও মার্চে ২৪৩ জন, এপ্রিলে ১২২ জন, মে মাসে ১১৫ জন ও জুনে ৩০৮ জন নারী ও কন্যাশিশু সহিংসতার শিকার হয়।

জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ) ২৭ এপ্রিল ২০২০ প্রকাশিত Impact of the COVID-19 Pandemic on Family Planning and Ending Gender-based Violence, Female Genital Mutilation and Child Marriage শীর্ষক প্রতিবেদনে বলেছে, কোভিড-১৯ ও লকডাউনের কারণে বিশ্বব্যাপী পরিবার পরিকল্পনা ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে। এ সময় নারীর স্বাভাবিক স্বাস্থ্যসেবাও ব্যাহত হবে। কারণ এ সময় ১৪৪টি দেশে ৪ কোটি ৭০ লাখ নারী গৃহবন্দি থাকায় পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হবে। ফলে বাড়তি ৭০ লাখ অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ ও অনিরাপদ গর্ভপাতের ঘটনা ঘটবে।

১২ জুলাই ২০২০ লালমনিরহাটে ১২ দিনের প্রশিক্ষণ কর্মশালা উদ্বোধন করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. রফিকুল ইসলাম। এ পর্যায়ে ১০০ জন মানবাধিকার সুরক্ষাকারীকে নারী ও মেয়েদের অধিকার রক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় –নিউজ নেটওয়ার্ক

লালমনিরহাটে মানবাধিকার সুরক্ষাকারীদের জন্য প্রশিক্ষণ

নারী ও মেয়েদের অধিকার বিষয়ে দেশের উত্তরাঞ্চলীয় জেলা শহর লালমনিরহাটে মানবাধিকার সুরক্ষাকারীদের জন্য অনুষ্ঠিত হয় ১২ দিনের একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালা। ১২ থেকে ২৩ জুলাই ২০২০ অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কর্মশালাটি উদ্বোধন করেন লালমনিরহাটের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. রফিকুল ইসলাম।

প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লালমনিরহাটের পুলিশ সুপার (এসপি) আবিদা সুলতানা। তিনি প্রশিক্ষণে তৃতীয় ব্যাচের অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সনদ বিতরণ করেন। আর চতুর্থ ব্যাচের অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সনদ বিতরণ করেন জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক অনিরুদ্ধ কুমার রায়।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহায়তায় নিউজ নেটওয়ার্ক ও উদয়াঙ্কুর সেবা সংস্থা যৌথভাবে এ প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে। কর্মশালায় চারটি গ্রুপে মোট ১০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রতি গ্রুপে ২৫ জন করে অংশগ্রহণকারী ৩ দিনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। মানবাধিকার সুরক্ষাকারীদের মধ্যে স্থানীয় সাংবাদিক, সুশীল সমাজের সদস্য ও ধর্মীয় নেতারা প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। নারী ও মেয়েদের অধিকার সম্পর্কে বর্তমান পরিস্থিতি এবং নারীর অধিকার রক্ষা বিষয়ে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক আইন সম্পর্কে প্রশিক্ষণে স্বচ্ছ ধারণা প্রদান করা হয়। পাশাপাশি মানবাধিকার সুরক্ষাকারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে এতে গুরুত্বারোপ করা হয়।

প্রশিক্ষণ প্রদান করেন বিশিষ্ট নারী অধিকারকর্মী ও মহিলা পরিষদের আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক রেখা সাহা, অ্যাডভোকেট এএএম মুনির চৌধুরী, নারী অধিকারকর্মী নিশাত জাহান রানা ও বাংলাদেশ হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডার্স ফোরামের (বিএইচআরডিএফ) প্রেসিডেন্ট মোশফেকা রাজ্জাক।

প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সফুরা বেগম, লালমনিরহাট বার্তার সম্পাদক ও বিএইচআরডিএফ লালমনিরহাট জেলা কমিটির সভাপতি ড. এসএম শফিকুল ইসলাম, সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট আঞ্জুমান আরা শাপলা এবং লালমনিরহাট সদর উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার আবু বকর সিদ্দিক।

২০ জুলাই ২০২০ লালমনিরহাটে নারী ও মেয়েদের অধিকার রক্ষা বিষয়ে তিন দিনের প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী ২৫ জন মানবাধিকার সুরক্ষাকারীর হাতে সনদ তুলে দেন জেলা পুলিশ সুপার আবিদা সুলতানা –নিউজ নেটওয়ার্ক

কোভিড-১৯ মহামারির সময়ে ভার্চুয়াল আদালতের মাধ্যমে জামিন পায় অন্তত ৫০০ শিশু ছবি : ইউনিসেফ

বিচারপ্রার্থীদের দুর্ভোগ কমিয়েছে ভার্চুয়াল আদালত

প্রথম ৩৫ কার্যদিবসে দেশের অধস্তন আদালতের ভার্চুয়াল কোর্ট থেকে জামিন পান ৪৯ হাজার ৭৫০ জন আসামি

নভেল করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে ২০২০ সালের ২৬ মার্চ সারা দেশে আদালতের স্বাভাবিক কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। এরপর ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে বিচারকাজ পরিচালনার জন্য 'তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার অধ্যাদেশ, ২০২০'-এর খসড়া মন্ত্রিসভায় নীতিগতভাবে চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়। ৯ মে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের পর এ বিষয়ে গেজেট প্রকাশ করে আইন মন্ত্রণালয়। এরপরই চলতি বছরের ১১ মে শুরু হয় ভার্চুয়াল আদালতের কার্যক্রম।

দেশের উচ্চ ও নিম্ন আদালতে চালু হওয়া এ কোর্টগুলোতে শুরু থেকে জামিন শুনানির নির্দেশ দেন সুপ্রিম কোর্ট। পরে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা, কারাগারে থাকা আসামির রিমান্ড আবেদনসহ মামলাসংক্রান্ত অন্যান্য আবেদন গ্রহণ, শুনানি ও আদেশ দিচ্ছেন আদালতগুলো। সেই প্রেক্ষাপটে প্রথম ৩৫ কার্যদিবসে দেশের অধস্তন আদালতের ভার্চুয়াল কোর্ট থেকে জামিন পান ৪৯ হাজার ৭৫০ জন আসামি। তাদের মধ্যে হত্যা, ধর্ষণ, ডাকাতি, চুরি, মাদকসহ বিভিন্ন প্রকৃতির ফৌজদারি মামলার আসামি রয়েছেন।

উচ্চ ও নিম্ন আদালতের বিচারক, আইনজীবী ও বিচারপ্রার্থী জনগণকে করোনাভাইরাসের হাত থেকে সুরক্ষা দিতেই এ আদালত পদ্ধতি চালু হয়। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী অধস্তন আদালতের বিভিন্ন পর্যায়ে কয়েকশ' ভার্চুয়াল কোর্ট চালু হয়। এসব কোর্টে আইনজীবীরা ই-মেইলের মাধ্যমে জামিনের দরখাস্ত দাখিল করছেন। ৮টি বিভাগের জেলা ও দায়রা জজ, মহানগর দায়রা জজ, চিফ জুডিসিয়াল ও চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে প্রথম ৩৫ কার্যদিবসে ৯৫ হাজার ৫২৩টি জামিনের আবেদন দাখিল হয়। দাখিলকৃত এসব আবেদন নিষ্পত্তি করে গত ৩ জুলাই পর্যন্ত জামিন দেওয়া হয় ৪৯ হাজার ৭৫০ আসামিকে।

ভার্চুয়াল আদালতের প্রথম দিন কুমিল্লার জেলা জজ আদালতে একটি মামলায় একজনের জামিন হয়। এরপর ১২ মে ১৪৪ জন, ১৩ মে ১ হাজার ১৩ জন, ১৪ মে ১ হাজার ৮২১ জন, ১৭ মে ৩ হাজার ৪৪৭ জন, ১৮ মে ৩ হাজার ৬৩৩ জন, ১৯ মে ৪ হাজার ৬৩ জন এবং ২০ মে ৪ হাজার ৪৮৪ আসামিকে জামিন দেওয়া হয়।

আইনজীবীরা বলছেন, দেশে করোনাভাইরাস পরিস্থিতির মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে গঠিত ভার্চুয়াল কোর্ট পরিচালনায় মামলা নিষ্পত্তির হার বেড়েছে। স্বল্প পরিসরে চালু হওয়া ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে জামিন আবেদন দ্রুত নিষ্পত্তি হওয়ায় আদালতের সাফল্য বেড়েছে।

অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম বলেছেন, করোনাভাইরাসের সময় সাধারণ ছুটি চলাকালে আদালতে স্বল্প পরিসরে বিচারকাজ অব্যাহত রাখতেই ভার্চুয়াল কোর্ট গঠন করা হয়। উচ্চ ও নিম্ন আদালতে এ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এতে বিচারপ্রার্থীদের দুর্ভোগ কিছুটা হলেও লাঘব হচ্ছে, তারা সুফল পাচ্ছে। আইনজীবীরা শুনানি করায় অনেক আবেদন নিষ্পত্তি হচ্ছে।

তবে প্রথমদিকে আইনজীবীরা এ ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পারলেও পরে আয়ত্ত করে ফেলেন।

জাতিসংঘের শিশুবিষয়ক সংস্থা ইউনিসেফ বলছে, ভার্চুয়াল আদালত বাংলাদেশে কোভিড-১৯-এর ঝুঁকি কমিয়েছে এবং জনাকীর্ণ ডিটেনশন কেন্দ্র থেকে তরুণদের মুক্ত করার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছে। ইউনিসেফের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, অন্তত ৫০০ শিশুকে ভার্চুয়াল আদালতের মাধ্যমে সম্প্রতি জামিন দেওয়া হয়েছে। এসব শিশুর অধিকাংশই গৌণ অভিযোগে দেশের বিভিন্ন ডিটেনশন কেন্দ্রে ছিল। জামিনে মুক্ত হওয়া শিশুদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশকে তাদের পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাবা-মায়ের কথা অনুযায়ী সুন্দর জীবনযাপনের পরামর্শও তাদের দেওয়া হয়। ইউনিসেফ বলছে, দেশের আদালতগুলোতে প্রায় ২৩ হাজার শিশু-সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে। ২০২০ সালের মে মাসের মাঝামাঝি এসব মামলায় জড়িত এক হাজারের বেশি শিশুকে তিনটি ডিটেনশন কেন্দ্রে রাখা হয়, যার ফলে কেন্দ্রগুলোতে জনাকীর্ণ পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল।

কোভিড-১৯ মহামারি

করোনাভাইরাস ও কোভিড-১৯ কী?

করোনাভাইরাস রোগ (কোভিড-১৯) একটি সংক্রামক রোগ, যা সদ্য আবিষ্কৃত করোনাভাইরাসের কারণে হয়ে থাকে। করোনাভাইরাস হলো ভাইরাসগুলোর একটি বড় পরিবার, যার কারণে সাধারণ সর্দি লাগা থেকে শুরু করে অনেক মারাত্মক রোগ যেমন, মিডল ইস্ট রেসপাইরেটরি সিন্ড্রোম (MERS-COV), সিভিয়ার একিউট রেসপাইরেটরি সিন্ড্রোম (SARS-COV) ও কোভিড-১৯ হতে পারে। করোনাভাইরাসের অনেকগুলো প্রজাতির মধ্যে ৭টি প্রজাতি মানবদেহে রোগ সৃষ্টি করে, যার মধ্যে সার্স-কোভ-২ (SARS-CoV-2) অন্যতম। করোনাভাইরাস জুনোটিক (Zoonotic), অর্থাৎ এটি প্রাণী থেকে মানুষের মধ্যে সংক্রমিত হতে পারে।

কোভিড-১৯ নামক রোগ সৃষ্টিকারী সার্স-কোভ-২ (SARS-CoV-2), সম্প্রতি আবিষ্কৃত একটি করোনাভাইরাস, যা আগে মানব শরীরে দেখা যায়নি। এটি একটি এনভেলপড পজিটিভ-সেন্স সিঙ্গেল-স্ট্রান্ডেড আরএনএ ভাইরাস।

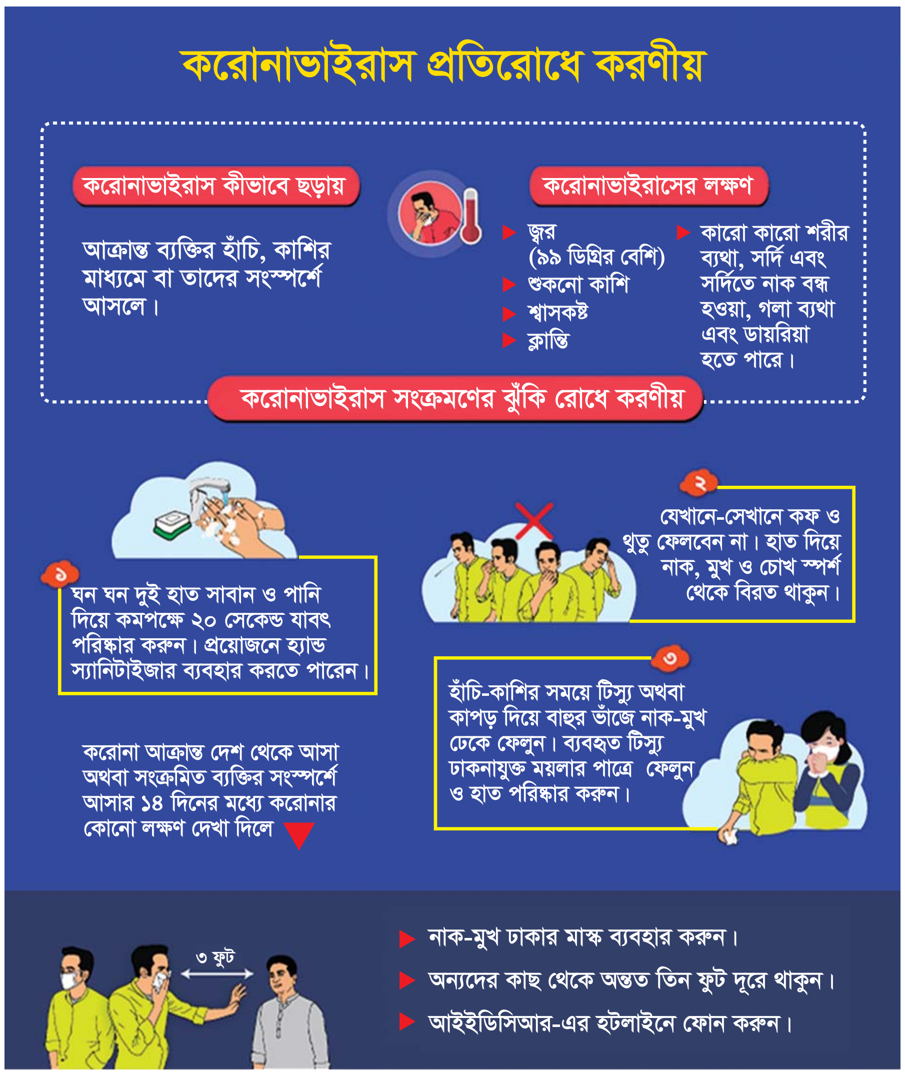

সূত্র : আইএলও

সংক্রমণ যেভাবে কমিয়ে আনা যায়

- সাবান ও পানি দিয়ে বার বার অথবা প্রতি দুই ঘণ্টা পরপর দুই হাত ধুয়ে ফেলুন,
- কাশির শিষ্টাচার মেনে চলুন,
- হাঁচি বা কাশি দেওয়ার সময় টিস্যু/কাপড়/রুমাল/কনুই দিয়ে নাক-মুখ ঢাকুন,
- ব্যবহৃত টিস্যু ঢাকনাযুক্ত আবর্জনার পাত্রে ফেলুন এবং সাবান ও পানি দিয়ে নির্দেশনা মতো দুই হাত ধুয়ে ফেলুন ২০ সেকেন্ড ধরে,
- হাঁচি বা কাশি দেওয়ার সময় আপনি যদি কাপড় বা রুমাল ব্যবহার করেন, তবে পরবর্তী সময়ে ব্যবহারের জন্য সেগুলো তৎক্ষণাৎ সাবান ও পানি দিয়ে পরিষ্কার করে ভালোভাবে শুকিয়ে নিন,
- যেখানে-সেখানে থুতু ফেলা পরিহার করুন,
- নাক, মুখ ও চোখ হাত দিয়ে স্পর্শ করার অভ্যাস পরিহার করুন,
- অন্যের কাছ থেকে অন্তত ৩ ফুট দূরে থাকুন। জনসমাগম এড়িয়ে চলুন এবং অতিজরুরি প্রয়োজন ছাড়া দেশের ভেতরে ভ্রমণ এমনকি ঘরের বাইরে বের হওয়া থেকেও বিরত থাকুন।

সাধারণ কয়েকটি লক্ষণ

- এ ভাইরাস শরীরে প্রবেশ করার পর সংক্রমণের লক্ষণ দেখা দিতে ২ থেকে ১৪ দিন লাগে,
- বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রথম লক্ষণ হলো জ্বর (১০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট বা ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি),
- শারীরিক দুর্বলতা/অবসাদগ্রস্ততা দেখা দিতে পারে,
- এছাড়া শুকনো কাশি/গলা ব্যথা হতে পারে,
- কোনো কিছুর গন্ধ না পাওয়া/স্বাদ না পাওয়া/ নাক দিয়ে সর্দি আসতে পারে,
- শ্বাস নিতে কষ্ট/নিউমোনিয়া দেখা দিতে পারে,
- পাতলা পায়খানা/ডায়রিয়া হতে পারে,
- যদি অন্য মৌলিক অসুস্থতা যেমন- ডায়াবেটিস/উচ্চ রক্তচাপ/শ্বাসকষ্ট/হার্টের সমস্যা/কিডনির রোগ/ক্যান্সার ইত্যাদি থাকে, তবে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ অকার্যকরও (অর্গান ফেইলিওর) হতে পারে,
- আবার কখনো কখনো কোনো লক্ষণ না-ও দেখা দিতে পারে।

কোভিড-১৯ যেভাবে ছড়ায়

- করোনাভাইরাস মানুষের ফুসফুসে সংক্রমণ ঘটায়। এছাড়া—
- শ্বাসতন্ত্র থেকে নির্গত প্রদাহ কণার (হাঁচি/কাশি/কফ/নাকের নিঃসরণ) মাধ্যমে,
- সংক্রমিত ব্যক্তির সংস্পর্শে,
- চোখ, নাক ও মুখের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে এবং
- প্রধানত হাতের মাধ্যমে এই ভাইরাস একজন থেকে আরেকজনে ছড়ায়।

ভাইরাসটি ছড়ায় মূলত আক্রান্ত ব্যক্তির ফুসফুস থেকে উৎপন্ন প্রদাহ কণার (রেসপাইরেটরি ড্রপলেট) মাধ্যমে, যা হাঁচি ও কাশির মাধ্যমে ওই ব্যক্তির কাছ থেকে এক মিটার (৩ ফুট) দূরত্বে গিয়ে পড়ে। তাই কেউ যদি সংক্রমিত ব্যক্তির এক মিটারের (৩ ফুট) মধ্যে অবস্থান করেন, প্রদাহ কণার দ্বারা সংক্রমিত বস্তু বা ব্যবহার্য সামগ্রী (টেবিল, চেয়ার, দরজার হাতল ইত্যাদি) হাত দিয়ে ধরেন এবং এরপর চোখ, নাক বা মুখ স্পর্শ করেন, তবে ওই ব্যক্তির শরীরে ভাইরাসটির সংক্রমণ ঘটতে পারে।

সূত্র : https://corona.gov.bd/storage

কর্মশালায় অনেক বিষয় শাণিত করার সুযোগ পেয়েছি

সাইফুল ইসলাম সজল
নিজস্ব প্রতিবেদক, যশোর
বাংলাদেশ প্রতিদিন

সাংবাদিকতার জন্য সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জেলা যশোর আমার কর্মক্ষেত্র। স্থানীয় পত্রিকাসহ দেশের শীর্ষস্থানীয় জাতীয় দৈনিক ও টেলিভিশনে কাজ করেছি এবং করছি দুই দশক ধরে।

এ সময়ে অনেক সাংবাদিককে মরতে দেখেছি গুলি ও বোমার আঘাতে। তাদের মধ্যে রয়েছেন, রানার সম্পাদক আরএম সাইফুল আলম মুকুল, জনকণ্ঠের বিশেষ প্রতিনিধি শামছুর রহমান, সাংবাদিক মানিক সাহা ও একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক হুমায়ুন কবীর বালু।

তারা সবাই ছিলেন সত্য প্রকাশে নির্ভীক। মানুষের তথ্য জানার যে অধিকার, তার বাস্তবায়নে কাজ করে গেছেন জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। তথ্যের অবাধ প্রবাহ আর মত প্রকাশের স্বাধীনতায় ভূমিকা রেখেছেন কর্মজীবনে। তারই প্রতিক্রিয়ায় তাদের জীবন দিতে হয়েছে অকালে, নৃশংসভাবে।

সময় যায়, কিন্তু পরিস্থিতির কোনো হেরফের হয় না। তারপরও সাংবাদিকতা আছে, থাকবে। হাজারো সীমাবদ্ধতার মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সাংবাদিকরা মানুষের তথ্যের পিপাসা মেটানোর চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

এমন একটি অবস্থায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহযোগিতায় নিউজ নেটওয়ার্ক ও উদয়াঙ্কুর সেবা সংস্থার উদ্যোগে যশোরের সাংবাদিকদের পাঁচদিনের একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়, যেখানে অংশগ্রহণের সুযোগ হয় আমার। 'সাংবাদিকদের নিরাপত্তা, ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ, নিরাপত্তা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও দায়মুক্তিবিষয়ক প্রশিক্ষণ' শীর্ষক ওই কর্মশালায় সংগত কারণেই খুব আগ্রহ নিয়েই অংশগ্রহণ করি।

পাঁচদিনের ওই কর্মশালায় সাংবাদিকতার নৈতিকতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য, সাংবাদিকতার নৈতিক মূল্যবোধ, সাংবাদিকতার ক্রমবর্ধমান ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ, মূল্যায়ন ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, সাংবাদিকদের নিরাপত্তাহীনতা, মানহানি ও সংশ্লিষ্ট আইন, সাংবাদিকদের নিরাপত্তাহীনতা ও দায়মুক্তি, সাংবাদিকদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উদ্যোগ, সাংবাদিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্যকাজে নিয়োজিত হওয়ার পূর্ব প্রস্তুতিসহ নানা বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞরা আলোচনা করেন। মানবাধিকার ও মানবাধিকার সুরক্ষার ওপর একটি ফিল্ডওয়ার্কও হয়।

পাঁচদিনের কর্মশালায় আলোচিত কিছু জিনিস হয়তো আমরা আগেই জানতাম, কিন্তু অনুশীলনের অভাবে সেগুলো কাজে লাগত না। কর্মশালায় সেই বিষয়গুলো শাণিত করার সুযোগ পেয়েছি। পাশাপাশি ব্যক্তিগতভাবে অনেক নতুন বিষয় কর্মশালায় শিখতে পেরেছি। আমি নিশ্চিত, আমার মতোই কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী সবাই উপকৃত হয়েছেন। তারা এখন নিজেকে ঝুঁকিমুক্ত রেখে সত্য প্রকাশ, মানবাধিকার সুরক্ষা ও মানুষের তথ্য জানার অধিকার বাস্তবায়নে আরো কার্যকরভাবে দায়িত্ব পালন করছেন। ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার সাংবাদিকদের জন্য নিউজ নেটওয়ার্ক ও সংশ্লিষ্টদের এমন আরো উদ্যোগ প্রয়োজন বলে মনে করি।

পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে কাজে দিয়েছে নিউজ নেটওয়ার্কের প্রশিক্ষণ

লাবনী ইয়াসমিন
রংপুর করেসপন্ডেন্ট, ডেইলি অবজারভার

নিউজ নেটওয়ার্কের উদ্যোগে রংপুরে অনুষ্ঠিত 'ঝুঁকি বিশ্লেষণ এবং নিরাপত্তা পরিকল্পনা' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালাটি ছিল একেবারেই আলাদা। সাংবাদিকতা করতে গিয়ে একজন নারী কোন কোন ক্ষেত্রে ঝুঁকির সম্মুখীন হন, কীভাবে সেসব ঝুঁকি মোকাবেলা করতে হবে এবং এজন্য কী ধরনের প্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে এ কর্মশালায়। নির্দ্বিধায় বলা যায়, উল্লিখিত বিষয়ে কর্মশালা থেকে আমি ভালো ধারণা লাভ করছি, যা আমার পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। প্রশিক্ষণে ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক নানা বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ও প্রতিবেদন তৈরির কলাকৌশলও শেখানো হয়। প্রশিক্ষণে আধুনিক প্রযুক্তি যেমন, ক্যামেরা, রেকর্ডার, ই-মেইল, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ইত্যাদির ব্যবহার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়। গুরুত্ব দিয়ে শেখানো হয় অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির কলাকৌশল। প্রতিবেদন তৈরির আগে আইনি ঝামেলা এড়ানোর সতর্কতা বিষয়ে প্রশিক্ষণে দীর্ঘ আলোচনা হয়। সমাজের স্পর্শকাতর বা ধর্মীয় বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরির সময় কোন কোন বিষয়ে খেয়াল রাখতে হয়, তা-ও প্রশিক্ষণে শেখানো হয়। ধর্ষণ বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরিতে কোন কোন বিষয় খেয়াল রাখতে হয়, তা নিয়েও অংশগ্রহণকারীরা আলোচনা করেন।

আমি মনে করি, আমার মতো প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী সবার দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণটি দারুণ কাজে দিয়েছে। কেননা, আমি এখন প্রতিবেদনের তথ্য সংগ্রহ করতে যাওয়ার আগেই পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে পরিকল্পনা গ্রহণ করি। আমি তথ্য সংগ্রহ করার সময় ডিজিটাল ডিভাইস সঙ্গে নেই, পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ পোশাক পরার বিষয়ে সচেতন থাকি। প্রয়োজনে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকেও আগেভাগে জানিয়ে রাখি, যাতে প্রয়োজনে তারা সাহায্য করতে পারেন। আমার মধ্যে সবগুলো ধারণাই তৈরি হয়েছে নিউজ নেটওয়ার্কের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে।

> আমার মতো প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী সবার দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণটি দারুণ কাজে দিয়েছে। কেননা, আমি এখন প্রতিবেদনের তথ্য সংগ্রহ করতে যাওয়ার আগেই পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে পরিকল্পনা গ্রহণ করি

ইউনাইটেড নেশনস ডিক্লারেশন অন হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডার্স

১৯৯৮ সালের ৯ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব

এটি মূলত সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাসমূহ প্রতিষ্ঠা ও রক্ষায় সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তি, সংগঠন এবং সংস্থার অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কিত ঘোষণা। গৃহীত প্রস্তাবে রয়েছে ২০টি অনুচ্ছেদ।

এটি মূলত সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাসমূহ প্রতিষ্ঠা ও রক্ষায় সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তি, সংগঠন এবং সংস্থার অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কিত ঘোষণা। গৃহীত প্রস্তাবে রয়েছে ২০টি অনুচ্ছেদ

অনুচ্ছেদ-১: জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ও সংঘবদ্ধ হয়ে মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা প্রবর্তন, রক্ষা ও বাস্তবায়নের অধিকার রয়েছে।

অনুচ্ছেদ-২: (১) সব রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে আইনগত অধিকারের আওতায় সবার ব্যক্তিগত ও সংঘবদ্ধ হয়ে অধিকার ভোগ করার বিধান এবং মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা প্রবর্তন, রক্ষা এবং বাস্তবায়ন করা।

(২) এই ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহ বাস্তবায়নে প্রতিটি রাষ্ট্র আইনগত, প্রশাসনিক ও অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

অনুচ্ছেদ-৩: জাতিসংঘ সনদের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ দেশীয় আইন এবং মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার সঙ্গে সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক দায়িত্বই হবে রাষ্ট্রের মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা বাস্তবায়ন এবং ভোগের বিচারিক কাঠামো।

অনুচ্ছেদ-৪: এই ঘোষণার কোন কিছুই জাতিসংঘ সনদের কোনো উদ্দেশ্য বা নীতি, মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার কোন বিধান, মানবাধিকারবিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি, দলিল বা অঙ্গীকারকে ক্ষতি অথবা অস্বীকার বা বাধাগ্রস্ত করবে না।

অনুচ্ছেদ-৫: মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা প্রবর্তন ও রক্ষা এবং ব্যক্তিগতভাবে অথবা সংঘবদ্ধ হয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে— (ক). শান্তিপূর্ণভাবে সাক্ষাৎ ও সমাবেশ করা; (খ). বেসরকারি সংস্থা, সমিতি/সংগঠন তৈরি ও তাতে অংশ নেওয়া এবং (গ). বেসরকারি ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করার অধিকার প্রত্যেকের রয়েছে।

অনুচ্ছেদ-৬: প্রত্যেকের ব্যক্তিগত অথবা সংঘবদ্ধভাবে— (ক). মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা সম্পর্কে জানার, তথ্য খোঁজার ও পাওয়ার এবং কীভাবে ওইসব অধিকার দেশের আইন, বিচারিক ও প্রশাসনিক কাঠামোয় বাস্তবায়ন হয়, সে সম্পর্কে জানার অধিকার রয়েছে। (খ) মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা সম্পর্কে মতবাদ, তথ্য, জ্ঞান মুক্তভাবে প্রকাশ ও বিতরণের অধিকার প্রত্যেকের রয়েছে।
(গ) মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাসমূহ কীভাবে আইন ও প্রায়োগিক ক্ষেত্রে মেনে চলা হয় সে সম্পর্কে জানা, আলোচনা, মতামত তৈরি ও ধারন এবং যথাযথ পন্থায় সে বিষয়ে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করার অধিকার প্রত্যেকের রয়েছে।

অনুচ্ছেদ-৭: প্রত্যেকের ব্যক্তিগত অথবা সংঘবদ্ধ হয়ে মানবাধিকার সম্পর্কে নতুন ধারণা ও নীতি তৈরি, আলোচনা এবং এর গ্রহণযোগ্যতা তুলে ধরার অধিকার রয়েছে।

এই ঘোষণায় উল্লিখিত কোনো কিছুই এমনভাবে ব্যাখ্যা করা হবে না, যাতে কোনো ব্যক্তি, সংগঠন, সমাজের কোনো অংশ অথবা রাষ্ট্র ওইসব অধিকার ও স্বাধীনতা বিনষ্ট করে

অনুচ্ছেদ-৮: (১) প্রত্যেকের ব্যক্তিগত অথবা সংঘবদ্ধ হয়ে দেশের সরকার ও সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে বৈষম্যহীনভাবে অংশগ্রহণ করার অধিকার রয়েছে। (২) সরকারি প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও সংগঠনের কর্মকাণ্ডের সমালোচনা ও উন্নতি সাধনের বিষয়ে প্রস্তাব প্রদানের অধিকার প্রত্যেকের রয়েছে।

অনুচ্ছেদ-৯: (১) এই ঘোষণায় উল্লিখিত বিষয়সমূহ এবং মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অথবা সংঘবদ্ধ হয়ে একটি ফলপ্রসূ প্রতিকার এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে রক্ষা পাওয়ার অধিকার প্রত্যেকের রয়েছে। (২) অধিকার বা স্বাধীনতা লঙ্ঘিত হলে ব্যক্তিগত অথবা প্রতিনিধির মাধ্যমে স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও বিচারিক কর্তৃপক্ষ অথবা অন্য কোনো আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করা এবং আইন অনুযায়ী রায় পাওয়ার অধিকার প্রত্যেকের রয়েছে।

অনুচ্ছেদ-১০: কেউ মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা লঙ্ঘন করবে না। পাশাপাশি কেউ মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা লঙ্ঘন করতে অস্বীকার করলে তাকে শাস্তি প্রদান অথবা তার বিরুদ্ধে কোনো বৈরী সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না।

অনুচ্ছেদ-১১: প্রত্যেকের ব্যক্তিগত অথবা সংঘবদ্ধ হয়ে আইনগতভাবে তার নিজের পেশায় অংশগ্রহণ করার অধিকার রয়েছে। পেশার বিশেষত্বের কারণে যদি অন্যের আত্মমর্যাদা, মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতা প্রভাবিত করার ক্ষমতা কারো মধ্যে থাকে, তবে তাকে সম্মান দেখাতে হবে।

অনুচ্ছেদ-১২: (১) মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা লঙ্ঘনজনিত কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করার অধিকার প্রত্যেকের রয়েছে। (২) যারা এই ঘোষণায় উল্লিখিত অধিকারসমূহ প্রয়োগ করছেন তাদের বিরুদ্ধে কোনো সহিংসতা, হুমকি, দুর্ব্যবহার, বৈষম্য, চাপ প্রয়োগ অথবা বৈরী আচরণ করা হলে তা থেকে তাদের রক্ষা করার জন্য রাষ্ট্র যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

অনুচ্ছেদ-১৩: এই ঘোষণার অনুচ্ছেদ-৩ অনুযায়ী সবার ব্যক্তিগত অথবা সংঘবদ্ধ হয়ে শান্তিপূর্ণ পন্থায় মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতা প্রবর্তন ও রক্ষা করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সম্পদের জন্য আবেদন, গ্রহণ ও ব্যবহার করার অধিকার রয়েছে।

অনুচ্ছেদ-১৪: নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করতে আইনি, বিচারিক, প্রশাসনিক এবং অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব রাষ্ট্রের।

অনুচ্ছেদ-১৫: শিক্ষার সকল পর্যায়ে মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতা সম্পর্কিত শিক্ষা প্রবর্তন ও সহজতর করা এবং আইনজীবী ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের প্রশিক্ষণে মানবাধিকার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের।

অনুচ্ছেদ-১৬: মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা মানুষের কাছে তুলে ধরতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে।

অনুচ্ছেদ-১৭: প্রত্যেকেই ব্যক্তিগত অথবা সংঘবদ্ধভাবে এই ঘোষণায় উল্লিখিত মানবাধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকবেন।

অনুচ্ছেদ-১৮: (১) যে সমাজে ব্যক্তিত্বের মুক্ত ও পূর্ণ বিকাশ সম্ভব সেই সমাজ এবং ব্যক্তির নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি প্রত্যেকের দায়িত্ব রয়েছে। (২) গণতন্ত্র রক্ষা, মৌলিক স্বাধীনতা প্রবর্তন এবং গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা ও তার অগ্রগতিতে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারি সংগঠনসমূহের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও দায়িত্ব থাকবে।

অনুচ্ছেদ-১৯: এই ঘোষণায় উল্লিখিত কোনো কিছুই এমনভাবে ব্যাখ্যা করা হবে না, যাতে কোনো ব্যক্তি, সংগঠন, সমাজের কোনো অংশ অথবা রাষ্ট্র ওইসব অধিকার ও স্বাধীনতা বিনষ্ট করে।

অনুচ্ছেদ-২০: এই ঘোষণায় উল্লিখিত কোনো কিছুই এমনভাবে ব্যাখ্যা করা হবে না, যাতে কোনো রাষ্ট্র, ব্যক্তি, সংগঠন, প্রতিষ্ঠান অথবা বেসরকারি সংস্থা জাতিসংঘ সনদের পরিপন্থী কোনো কাজে সমর্থন করে। (সংক্ষেপিত)

সূত্র : www.ohchr.org/Documents/ ssues/Defenders

‘নারীর মুডসুইং’

সচেতনতার পাশাপাশি দরকার সাবধানতা

রশ্মি আরা মীম
ফেলো, নিউজ নেটওয়ার্ক

মিতা বেগমের বয়স ৪০ বছর। থাকেন যশোর শহরতলির সুজলপুর গ্রামে। দুই সন্তান ও স্বামী ছাড়া বাড়িতে কেউ নেই। অবসরে বা কাজে ব্যস্ততার মধ্যে হঠাৎ করেই কারণে-অকারণে তার মন-মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। কেউ ভালোভাবে কিছু জানতে চাইলেও ঠিকভাবে উত্তর দেন না তিনি।

একই অবস্থা যশোর সরকারি এমএম কলেজের অনার্সের শিক্ষার্থী বৈশাখী আক্তারের। হাস্যোজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত বৈশাখী হঠাৎ করে ঘরকুনো হয়ে যান। অস্বাভাবিক হতে থাকে তার আচরণ। ক্রমেই খারাপের দিকে যায় অবস্থা। হাসিখুশি তো দূরে থাক, কথাও বলেন না কারো সঙ্গে। আস্তে আস্তে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দেন তিনি। চিন্তিত পরিবারের সদস্যরা তাকে নিয়ে যান গ্রামের ডাক্তারের কাছে। কিন্তু অবস্থার কোনো উন্নতি হয় না। একসময় দেখা যায়, বৈশাখী নিজেই নিজেকে আঘাত করছেন। আবার কখনো চিৎকার করে নিজের চুল ছিঁড়ছেন, আলমারি থেকে নতুন কাপড় বের করে কেটে ফেলছেন।

বাড়ির পাশে বড় এক তেঁতুলগাছ। গ্রামবাসীর ধারণা, বৈশাখীকে জিনে ধরেছে। এ আশঙ্কা থেকে তাকে কবিরাজের কাছে নেওয়া হয়। অনেক ঝাড়ফুঁক করানো হয়। কিন্তু কিছুতেই কাজ হয় না! অবশেষে মনোরোগ বিশেষজ্ঞ আমিনুর রহমানের শরণাপন্ন হয় বৈশাখীর পরিবার। তার চিকিৎসাতেই অবশেষে সুস্থ হয়ে ওঠেন বৈশাখী।

শুধু মিতা বেগম ও বৈশাখী আক্তার নন, যশোরের অনেক নারী এ ধরনের সমস্যা নিয়ে চিকিৎসকের কাছে আসছেন।

যশোর মেডিকেল কলেজের সহকারী অধ্যাপক ও মনোরোগ বিশেষজ্ঞ আমিনুর রহমান বলেন, মিতা বেগম ও বৈশাখী আক্তারের যে সমস্যা চিকিৎসাবিজ্ঞানে তাকে বলা হয় ‘মুডসুইং’, যার অর্থ মনের অবস্থার পরিবর্তন। এ সময় মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়, চট করে বিরক্তি পেয়ে বসে। কখনো প্রবল দুঃখবোধ হতে থাকে আবার কোনো কারণ ছাড়াই কান্না পায়। কোথাও চলে যেতে ইচ্ছে করে। তিনি আরো বলেন, পুরুষের তুলনায় নারীরা এ সমস্যায় বেশি ভোগেন। সাধারণত নারীর মাসিকের সময়, গর্ভাবস্থায় ও সন্তান জন্মের পরপর এমন সমস্যা বেশি দেখা যায়। ১০ থেকে ৪৯ বছর বয়সী নারীরা এ রোগে বেশি আক্রান্ত হন। তবে ‘মুডসুইং’ ঘটতে পারে যেকোনো সময়, যেকোনো কারণে। চিকিৎসার মাধ্যমে এ সমস্যা দূর করা সম্ভব বলে জানান তিনি।

আমিনুর রহমান আরো বলেন, মুডসুইংয়ে সঠিক পরিচর্যা না হলে ডিপ্রেশন বা বিষাদগ্রস্ততায় চলে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। ডিপ্রেশন হলো মুডসুইংয়ের পরবর্তী ধাপ। কখনো ভালো কখনো খারাপ, জীবনের প্রতি ঘৃণা বা উদাসীনতা তৈরি হয়। অন্ধকারে ভয়, কোনো জীবজন্তুর ভয়, পানি, আগুনের ভয় বা আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। অহেতুক চিন্তা বা উত্তেজনা, একটুতেই ঘাবড়ে যাওয়া বা ভেঙে পড়ার ঘটনা ঘটে। চাহিদা ও আকাঙ্খা বৃদ্ধি পেতে থাকে, ক্ষণে ক্ষণে মন পরিবর্তন হয়।

যশোর জেনারেল হাসপাতালের রিপ্রোডাকটিভ হেলথ সার্ভিস ট্রেনিং অ্যান্ড এডুকেশন প্রোগ্রামের (আরএইচএসটিইএফ) কাউন্সিলর তাসলিমা খাতুন বলেন, মুডসুইংয়ের প্রাথমিক অবস্থায় বিশেষ কিছু অভ্যাস তৈরি করলে এ থেকে ভালো থাকা যায়। যেমন, পর্যাপ্ত ঘুম, হালকা ব্যায়াম, খোলা জায়গায় প্রতিদিন কিছুক্ষণ হাঁটার অভ্যাস, মন খারাপ করতে পারে এমন কাজ এড়িয়ে হাসিখুশি থাকা, পছন্দের খাবার খাওয়া, নিয়ম করে প্রকৃতির রূপ উপভোগ করা, মা-বাবা বা পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে মনের কথা বলা ও ডায়েরি লেখার অভ্যাস গড়ে তুললে মুডসুইং থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে।

যশোর সরকারি এমএম কলেজের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হামিদুল হক মনে করেন, নারীর মুডসুইং সম্পর্কে সমাজে ধারণা খুবই কম। বিশেষ সময়ে যে নারীর মানসিক অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে; খুব কম মানুষেরই এ সম্পর্কে ধারণা রয়েছে। নারীর মুডসুইং বিষয়ে পুরুষদেরও সচেতন করে তোলা দরকার বলে মনে করেন তিনি।

কুড়িগ্রামে একটি সেবাকেন্দ্রে প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা নিতে আসা মা ও কিশোরীরা — ছবি : ইউএনএফপিএ

প্রজনন স্বাস্থ্য | এখনো সচেতন নয় নারীরা

উম্মে কুলছুম ◆
ফেলো, নিউজ নেটওয়ার্ক

নকশি কাঁথার ভাঁজে ভাঁজে যেন নিজের অব্যক্ত স্বপ্নগুলোকে সাজিয়ে তুলছিলেন বগুড়ার ধুনট উপজেলার মথুরাপুর ইউনিয়নের রাবেয়া বেগম। বয়স ৪০ বছরের মত। বাড়ির উঠানে বসে কাঁথা সেলাই করছিলেন। পাশে বছর চারেকের দুটি ছেলে-মেয়ে। একজন রাবেয়ার ছোট মেয়ে। অন্যজন তার বড় মেয়ে জান্নাতের ছেলে। তৃতীয় মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে দেওয়ার জন্যই এ নকশি কাঁথা সেলাই করছিলেন রাবেয়া।

কথায় কথায় জানা গেল, পাঁচ কন্যা সন্তানের জননী তিনি। তার স্বাস্থ্য বাইরে থেকে ভালো মনে হলেও কেমন আছেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমাদের আর থাকা! হাঁটতে পারি না, পায়ে পানি ধরছে, হাত-পা জ্বালা করে। এতগুলো সন্তান নিজের ইচ্ছায় নিয়েছেন কিনা জানতে চাইলে রাবেয়া জানান, আমার স্বামী শেখ জামাল একটা ছেলে চেয়েছিলেন। কিন্তু কপাল পোড়া! ছেলে আর হলো না!

রাবেয়ার বাড়ির তিন বাড়ি পরেই সাইফুলের বউ নাজমা পাঁচ কন্যার জননী। দেখতে লিকলিকে, যেন শরীরে হাড় ছাড়া মাংস নেই। ‘একটা ছেলে হলে শেষ বয়সে অবলম্বন পেতাম’— এভাবেই বেশি সন্তান নেওয়ার যেন বৈধতা দিতে চান নাজমা। সন্তান নেওয়ার সিদ্ধান্ত নাজমার স্বামী সাইফুলের বলেও জানান তিনি। নাজমা জানান, এখন তার শরীর খারাপ। এমন একটা দিন নেই যে ওষুধ ছাড়া চলে।

সন্তান জন্মদান বা গর্ভধারণ নারীর অধিকার হলেও রাবেয়া ও নাজমার মতো অনেক নারীই এ ব্যাপারে জানেন না। এ বিষয়ে তাদের নেই স্পষ্ট ধারণা। ফলে অধিক সন্তান জন্মদানসহ অসচেতনতার কারণে বাড়ছে নারীর স্বাস্থ্যঝুঁকি।

মূলত পুরুষতান্ত্রিক সমাজ এবং নারীর অধিকার সম্পর্কে অসচেতনতা ও উদাসীনতা এর জন্য দায়ী বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। ‘বাংলাদেশ মাতৃমৃত্যু ও স্বাস্থ্যসেবা জরিপ’ অনুযায়ী ২০০১ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে বাংলাদেশে এক লাখ শিশুর জন্মে মাতৃমৃত্যুর হার ৩২২ থেকে ১৯৪-এ হ্রাস পেয়েছে। এর মধ্যে দুইয়ের অধিক সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মৃত্যুর হার বেশি। ২০১৬ সালে বাংলাদেশ মাতৃমৃত্যু ও স্বাস্থ্যসেবা জরিপ অনুযায়ী প্রতি লাখ জীবিত শিশুর জন্ম দিতে গিয়ে ১৯৬ জন মায়ের মৃত্যু হয়।

তবে এ জরিপ প্রতিবেদনের তথ্য ও বক্তব্য অস্বীকার করে ২০১৬ সালে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর থেকে রিসোর্স কিট প্রকাশ করা হয়। এখানে বলা হয়, দেশে মাতৃমৃত্যু হার প্রতি লাখ জীবিত শিশুর জন্মে ১৭০ জন। এ সংখ্যাও কম নয়। ২০১৬ সালের পর এ সম্পর্কে আর কোনো জরিপ হয়নি।

বিশ্লেষকরা বলছেন, সন্তান জন্মদানে মায়ের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অথচ সেই সন্তান নেওয়া বা না নেওয়ার সিদ্ধান্ত পুরুষের হাতে। নারী শুধু তার স্বামী বা শ্বশুরবাড়ির লোকজনের ইচ্ছে পূরণ করে। শহরের চেয়ে গ্রামে এ প্রবণতা বেশি। ছেলে সন্তানের আশায় বার বার গর্ভধারণ করছে একজন নারী। অথচ তার কোনো ইচ্ছে নেই। ফলে বাড়ছে নারীর স্বাস্থ্যঝুঁকি, কমছে না মাতৃমৃত্যু হার।

এ বিষয়ে বেগম নুরুন নাহার তর্কবাগীশ অনার্স কলেজের খাদ্য ও পুষ্টি বিভাগের শিক্ষিকা শামসুন্নাহার মাহমুদা বলেন, প্রজনন স্বাস্থ্যে নারী এখনো সচেতন নয়। প্রজনন যে নারীর অধিকার সে সম্পর্কে নারীকে আগে জানতে হবে। তবেই নারীর স্বাস্থ্যঝুঁকি কমানো সম্ভব হবে।

রংপুর বিভাগীয় পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মোজাম্মেল হক বলেন, এমন চিত্র শুধু বগুড়া জেলার একটা গ্রামেই নয়, পুরো বাংলাদেশের চিত্রটাই এমন। তিনি বলেন, আমাদের স্বাস্থ্যকর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে এমন চিত্রই তুলে আনেন। আর নারী-পুরুষ উভয়কেই দুটি সন্তানের পর স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়। অনেকেই তা করেন আবার অনেকে করেন না। ছেলে সন্তান বংশের প্রদীপ এমন ভাবনাটাই নারীর প্রজনন স্বাস্থ্যে ঝুঁকির অন্যতম কারণ উল্লেখ করে তিনি বলেন, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, ছেলে সন্তান জন্ম না হওয়াটাকে নারীর অক্ষমতা ভাবা হয়। এমনকি নারী নিজেও হীনম্মন্যতায় ভোগেন, যদি তার পরপর কন্যা সন্তান জন্ম নেয়। ফলে ছেলে সন্তানের আশায় বারবার তিনি গর্ভধারণ করেন। মোজাম্মেল হকও মনে করেন, নারী যেদিন তার প্রজনন অধিকার ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হবে, কেবল সেদিনই দেশে মাতৃমৃত্যু হার কমে আসবে।

‘নারী-পুরুষ সমতা তৈরিতে বড় বাধা লৈঙ্গিক সহিংসতা’

বিশ্বের অধিকাংশ মেয়ে মনে করেন, নারী-পুরুষ সমতা তৈরিতে বড় ধরনের বাধা হলো লৈঙ্গিক সহিংসতা। আর এ পরিস্থিতি মেয়েদের পেছনে ঠেলে দিচ্ছে। সম্প্রতি প্ল্যান ইন্টারন্যাশনালের এক জরিপ প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে।

প্ল্যান ইন্টারন্যাশনালের এ জরিপে ১২টি দেশের ১ হাজার ১৪৭ জন মেয়ে অংশগ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে ৩৫০ জনের বয়স ছিল ১৪ থেকে ১৯ বছরের মধ্যে। জরিপে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকের সাক্ষাৎকার নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

‘ইন্টারন্যাশনাল ইয়ুথ ডে’ সামনে রেখে ১১ আগস্ট ২০২০ জরিপ প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল।

প্রতিবেদনে বলা হয়, জরিপে অংশ নেওয়া ৭৩ শতাংশ মেয়ে জানিয়েছেন, নারী হওয়ায় তারা সহিংসতা ও হয়রানির শিকার হয়েছেন। গ্রামাঞ্চলে যারা এ ধরনের সহিংসতার শিকার, তাদের ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেন জরিপে অংশগ্রহণকারীরা। তারা বলেন, কোভিড-১৯-এর মধ্যে মেয়েদের অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। লকডাউনের কারণে মেয়েরা পারিবারিক সহিংসতার ফাঁদে পড়েছেন এবং নির্যাতনকারীরা পার পেয়ে যাচ্ছেন।

জরিপে অংশগ্রহণকারী এল সালভাদরের এক মেয়ে বলেন, ‘আমরা রাস্তায় যেমন হয়রানির শিকার, তেমনি ঘরের মধ্যেও। যেখানে যাই সেখানেই আমাদের হয়রানির শিকার হতে হয়। এক সময় এগুলো স্বাভাবিক ঘটনা ছিল। কিন্তু এখন এগুলো অপরাধ হিসেবে দেখা হচ্ছে।’ তিনি বলেন, ‘এখানে যৌন সহিংসতার বহু মামলা রয়েছে, যেগুলোর কোনো ফয়সালা হয়নি।’

লৈঙ্গিক সহিংসতা বন্ধ ও লৈঙ্গিক সমতা তৈরিতে পুরুষের সহায়তা চান জরিপে অংশগ্রহণকারী নেপালের এক কিশোরী। এছাড়া জরিপে অংশ নেওয়া মেয়েরা বলেন, বাসাবাড়ি, স্কুল, রাস্তাঘাট ও গণপরিবহনে হয়রানির শিকার হওয়া তাদের জীবনে নিত্যদিনের ঘটনা। তারা বিশ্বাস করেন, কৈশোরে লৈঙ্গিক সহিংসতার ঘটনা মেয়েদের জীবনে বিরাট প্রভাব ফেলে। আর নির্যাতনকারীদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া না হলে সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রেও অগ্রগতি সম্ভব হবে না।

তাই লৈঙ্গিক সমতা অর্জনে আরো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানান মেয়েরা।

প্রকাশনা

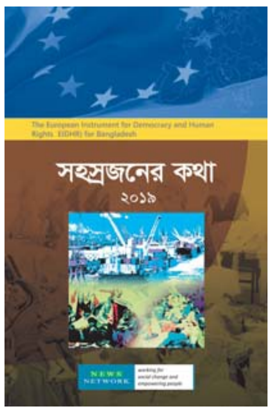

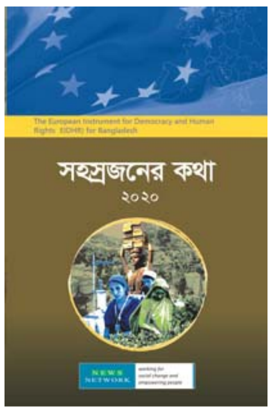

নারী ও মেয়েদের মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ

সম্পাদনা পরিষদ

মোশফেকা রাজ্জাক
হাবিবুর রহমান মিলন
রেজাউল করিম
সদরুল আলম দুলু

NEWS NETWORK — working for social change and empowering people

প্রকাশক: নিউজ নেটওয়ার্ক

সড়ক-২, বাড়ি-৮, ধানমন্ডি-১২০৫, ঢাকা, বাংলাদেশ
ফোন: +৮৮০২৫৫১৬৬২৩৯, ফ্যাক্স: +৮৮০২ ৫৫১৬৬২৩৮
ই-মেইল: info@newsnetwork-bd.org
www.newsnetwork-bd.org
facebook.com/newsnetworkbangladesh